গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৬

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৭

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ২১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

গত ০৩ বছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য ও প্রধান পদক্ষেপ হচ্ছে 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫' প্রণয়ন এবং আইএলও কনভেনশন-১৮২ (নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম নিরসন কনভেনশন-১৯৯৯) বাস্তবায়নে ৩৮টি শ্রমকে শিশুদের জন্য ঝুকিপূর্ণ ঘোষণা করা। 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা-২০১৫'জারি করা হয়েছে। মোট ৪৩ (তেতাল্লিশ) টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের মধ্যে ৪১টি শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করা হয়েছে। পরিদর্শন কার্যক্রম, প্রতিবেদন প্রেরণ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, এর অংশ হিসেবে Labor Inspection Management Application (LIMA) শিরোনামে একটি মোবাইল অ্যাপলিকেশন তৈরি করা হয়েছে এবং গত ০৬ ই মার্চ ২০১৮ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়। শ্রম পরিদপ্তরকে ডিসেম্বর/২০১৭ সালে অধিদপ্তরে উন্নীত করে ২০৯টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যকথা নামে একটি মোবাইল অ্যাপলিকেশন তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে শ্রমিকগণ শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসকদের কাছ থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, স্বল্প সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ন্যূনতম, মজুরি পুনর্নির্ধারণ, শ্রম কল্যাণ, শিশু শ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিকতর সমন্বয়সাধন ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে পরিদর্শনের আওতায় নিয়ে আসা এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা, 'ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি(এনএসডিএ) আইন' চূড়ান্ত করা, বিদ্যমান ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রকে শ্রমিকদের যথাযথ সেবা প্রদানের জন্য প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নসাধন, বিশেষত, দেশ ও বিদেশের চাহিদা অনুযায়ী বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের সমন্বিত কারিগরি প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে এসে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা এবং শিশুশ্রম নিরসনে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ৩৫০০০ কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন;
- ০৩টি সেক্টর থেকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন;
- শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিল-এর কার্যক্রমের আওতায় ২৫০০ জন শ্রমিককে অনুদান প্রদান;
- শ্রমজীবীদের পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য পিপিপি-এর আওতায় ১টি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ;
- ৩২০টি শিল্প কারখানায় অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন; এবং
- পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৮ সালের জুলাই মাসের ০৪ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

শোভন (decent) কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃজন, শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক নিশ্চিতকরণ, শিশুশ্রম নিরসন এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লাইন্স উন্নয়ন
২. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন
৩. শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদারকরণ
৪. দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
৫. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
২. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. শ্রমিকদের শিক্ষা, কল্যাণসাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
২. শ্রম প্রশাসন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
৩. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, শিল্প ও শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এবং শিল্প কারখানা নিবন্ধন কার্যক্রম;
৪. শ্রম আইন প্রণয়ন, প্রয়োগ এবং শিশু শ্রম নিরসন;
৫. শ্রম ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আই.এল.ও-সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে সমন্বয় ও চুক্তি সম্পাদন;
৬. দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মমুখি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয়; এবং
৭. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ।

সেকশন ২

মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	চূড়ান্ত ফলাফল সূচক	একক	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০১৯-২০	২০২০-২১		
কারখানায় আইনসম্মত কমপ্লাইন্স	কমপ্লাইন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা	%	৬৫	৬০	৬৭	৭০	৭২	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন
বেসরকারি শিল্প সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ	ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণকৃত শিল্প সেক্টর	%	৫০	৬০	৫৫	৫৭	৬০	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং নিম্নতম মজুরি বোর্ড	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন
শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন	নিষ্পত্তিকৃত শ্রম বিরোধ	%	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তর	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন
শিশুশ্রম নিরসন	শিশুশ্রম নিরসনকৃত শিল্প সেক্টর	সংখ্যা	২	৩	৩	৩	৩	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন

*সাময়িক (provisional) তথ্য

সেকশন ৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লাইন্স উন্নয়ন	২৮	[১.১] বেসরকারি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	[১.১.১] কমপ্লাইন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	৬	২৬৮৪	১২২৬	২০০০	১৯০০	১৮০০	১৭০০	১৬০০	২১০০	২২০০
		[১.২] পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা	[১.২.১] পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	৪	২৮৩২৯	৩২৬২৬	৩৫০০০	৩৪০০০	৩৩০০০	৩২০০০	৩১০০০	৩৬০০০	৩৭০০০
			[১.২.২] কারখানা পরিদর্শনে প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়িত	%	২			৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৬০	৬৫
		[১.৩] উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা	[১.৩.১] আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান	সংখ্যা	৪	৫৭৬	৬৯৮	৮০০	৭৫০	৭০০	৬৫০	৬০০	৯০০	১০০০
		[১.৪] শ্রম আইন ভংগকারী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের	[১.৪.১] দায়েরকৃত মামলা	সংখ্যা	৪	১১৩৫	১২১১	১১০০	১০৯০	১০৮০	১০৭০	১০৬০	১৩০০	১৪০০
		[১.৫] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	[১.৫.১] প্রদানকৃত লাইসেন্স	সংখ্যা	৪	৪৫০২	১০৮৪৬	১১০০০	১০৫০০	১০০০০	৯৫০০	৯০০০	১২০০০	১৩০০০
			[১.৫.২] নবায়নকৃত লাইসেন্স	সংখ্যা	৪	১০২১৮	১১২৪২	১৫০০০	১৪৬০০	১৪৪০০	১৪২০০	১৪০০০	১৬০০০	১৭০০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[২] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন	২১	[২.১] ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন	[২.১.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	%	৬	১০০	১০০	১০০	৯৮	৯৬	৯৩	৯০	১০০	১০০
		[২.২] সিবিএ নির্বাচন পরিচালনা	[২.২.১] সিবিএ নির্বাচন পরিচালিত	%	৫	১০০	১০০	১০০	৯৮	৯৬	৯৩	৯০	১০০	১০০
		[২.৩] সালিশী কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি	[২.৩.১] নিষ্পত্তিকৃত শ্রম বিরোধ	%	৪	১০০	৮০	১০০	৯৯	৯৮	৯৭	৯৬	৮	৮৫
		[২.৪] শ্রমিক-কর্মচারী, মালিক এবং শ্রম প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল	সংখ্যা	৪	৯৩১১	৯২৩৪	৯৭০০	৯৬৫০	৯৬৪০	৯৬৩০	৯৬০০	৯৮০০	৯৯০০
		[২.৫] অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচন পরিচালনা	[২.৫.১] নির্বাচন পরিচালিত	সংখ্যা	২	০	২৯৪	৩২০	৩০০	২৮০	২৬০	২৪০	৩৫০	৪০০
[৩] শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদারকরণ	১৪	[৩.১] বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ	[৩.১.১] ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণকৃত শিল্প সেক্টর	সংখ্যা	৩		৩	৩	২	১			৩	৩
		[৩.২] শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল ও কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে অনুদান প্রদান।	[৩.২.১] অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্য	সংখ্যা	৪		১০৭৩	২৫০০	২৪০০	২৩০০	২২০০	২১০০	২৬০০	২৭০০
		[৩.৩] ঝুকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন	[৩.৩.১] শিশুশ্রম নিরসনকৃত	সংখ্যা	৪			১০০০০	৯৫০০	৯০০০	৮৫০০	৮০০০	৪৫৪০০	৪৫০০০
		[৩.৪] কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি	[৩.৪.১] পরিদর্শনের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	৩		৫০	৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০	৭৫	৮০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[৪] দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	৯	[৪.১] দক্ষ জনশক্তি তৈরি, কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন	[৪.১.১] প্রশিক্ষণ এবং ওর্য়াকশপে অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা	৫	২৮৯৮	১৬৬৪	২০০০	১৯৫০	১৯০০	১৮৫০	১৮০০	২১০০	২২০০
			[৪.১.২] প্রশিক্ষণ ঘন্টা	সংখ্যা	২	২৯৪	৪০০	৬০০	৫৪০	৪৩০	৫২০	৫১০	৭০০	৮০০
			[৪.১.৩] প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	২	৫৯৭	৪০৬	৮০০	৭৪০	৭৩০	৭২০	৭১০	৯০০	১০০০
[৫] উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি	৩	[৫.১] পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	[৫.১.১] পিপিপি এর আওতায় পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জে ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মানের জন্য বেসরকারি অংশিদার নির্বাচন সম্পন্ন	সংখ্যা	১			১						
			[৫.১.২] কোম্পানী আইন-১৯৮৪ অনুযায়ী একটি কোম্পানী গঠন করে দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর।	সংখ্যা	১			১						
			[৫.১.৩] পিপিপি এর আওতায় পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জে ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মিত	%	১			২৫	২৩	২২	২০	১৮	৫০	১০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	১০	[১.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[১.১.১] ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত	%	১			৮০	৭০	৬০	৫৫	৫০		
			[১.১.২] ই-ফাইলে নথি নিস্পত্তিকৃত **	%	১			৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০		
			[১.১.৩] ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত ***	%	১			৪০	৩৫	৩০	২৫	২০		
		[১.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনলাইন সেবা চালু করা	[১.২.১] ন্যূনতম একটি নতুন ই-সার্ভিস চালুকৃত	তারিখ	১			১৫.০১.১৯	১৭.০২.১৯	৩১.০৩.১৯	৩০.০৪.১৯	৩০.০৫.১৯		
		[১.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন	[১.৩.১] ডাটাবেজ অনুযায়ী ন্যূনতম দুটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	১			১১.০৩.১৯	১৮.০৩.১৯	২৫.০৩.১৯	০১.০৪.১৯	০৮.০৪.১৯		
		[১.৪] প্রতিটি শাখায় বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণয়ন ও বিনষ্ট করা	[১.৪.১] বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণীত	তারিখ	০.৫			১০.০১.১৯	১৭.০১.১৯	২৪.০১.১৯	২৮.০১.১৯	৩১.০১.১৯		
			[১.৪.২] প্রণীত তালিকা অনুযায়ী বিনষ্টকৃত নথি	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		
		[১.৫] সিটিজেন্স চার্টার বাস্তবায়ন	[১.৫.১] হালনাগাদকৃত সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা	%	১			৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০		
			[১.৫.২] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১			৩১.১২.১৮	১৫.০১.১৯	০৭.০২.১৯	১৭.০২.১৯	২৮.০২.১৯		
		[১.৬] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[১.৬.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিস্পত্তিকৃত	%	০.৫			৯০	৮০	৭০	৬০	৫০		
			[১.৬.২] অভিযোগ নিস্পত্তির বিষয়ে অভিযোগকারীকে অবহিতকরণ	%	০.৫			৯০	৮০	৭০	৬০	৫০		
		[১.৭] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারী করা	[১.৭.১] পিআরএল আদেশ জারীকৃত	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	-	-		
			[১.৭.২] ছুটি নগদায়নপত্র জারীকৃত	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	-	-		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[২] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৮	[২.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[২.১.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত অডিট আপত্তি	%	০.৫			৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০		
			[২.১.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫			৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০		
		[২.২] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	[২.২.১] স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫			০৩.০২.১৯	১৭.০২.১৯	২৮.০২.১৯	২৮.০৩.১৯	১৫.০৪.১৯		
			[২.২.২] অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫			০৩.০২.১৯	১৭.০২.১৯	২৮.০২.১৯	২৮.০৩.১৯	১৫.০৪.১৯		
		[২.৩] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন	[২.৩.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Budget Implementation Plan) প্রণীত	সংখ্যা	০.৫			১	-	-	-	-		
			[২.৩.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫			৪	৩	-	-	-		
		[২.৪] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	[২.৪.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	%	২			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		
		[২.৫] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.৫.১] ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	%	০.৫			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		
		[২.৬] অব্যবহৃত/অকেজো যানবাহন বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তিকরণ	[২.৬.১] নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫			৮০	৭০	৬০	৫০			
		[২.৭] বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা	[২.৭.১] বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত	%	১			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		
		[২.৮] শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান	[২.৮.১] নিয়োগ প্রদানকৃত	%	১			৮০	৭০	৬০	৫০	৪০		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[৩] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৪	[৩.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো বাস্তবায়ন ****	[৩.১.১] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১			৪	৩	-	-	-		
			[৩.১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়িত	%	১			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		
		[৩.২] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৩.২.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল তথ্য ও অনলাইন সেবা ৩৩৩ সহ তথ্য বাতায়নে সংযোজিত	%	১			১০০	৯০	৮০	-	-		
		[৩.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	[৩.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১			১৫.১০.১৮	২৯.১০.১৮	১৫.১১.১৮	২৯.১১.১৮	১৩.১২.১৮		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ														
[৪] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	[৪.১] অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও ওয়েবসাইটে আপলোড	[৪.১.১] স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত	তারিখ	০.৫			২৪.০৬.১৮	২৬.০৬.১৮	২৮.০৬.১৮				
		[৪.২] ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল	[৪.২.১] মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	০.৫			১৯.০৮.১৮	২৭.০৮.১৮	২৯.০৮.১৮	০৩.০৯.১৮	০৫.০৯.১৮		
		[৪.৩] দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (feedback) প্রদান	[৪.৩.১] ফলাবর্তক (feedback) প্রদত্ত	তারিখ	১			৩১.০১.১৯	০৭.০২.১৯	১০.০২.১৯	১১.০২.১৯	১৪.০২.১৯		
		[৪.৪] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	[৪.৪.১] আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময়	জনঘণ্টা *	১			৬০	-	-	-	-		

*সাময়িক (provisional) তথ্য

আমি, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মাননীয় মন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধি হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

সচিব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	০৪.০৭.২০১৮ তারিখ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	তারিখ

সংযোজনী-১

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

ক্রমিক নম্বর	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
১	সিএসআর	কমিউনিটি সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি
২	ইউএনএফপিএ	ইউনাইটেড ন্যাশনস্ পপুলেশন ফান্ড
৩	বিজিএমইএ	বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
৪	পিপিপি	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ
৫	আইএলও	ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন
৬	এনএসডিসি	ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.১] বেসরকারি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	[১.১.১] কমপ্লাইন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ নিয়মিতভাবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকে। এসব ক্ষেত্রে তারা একটি চেকলিষ্ট অনুসরণ করে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা পূর্বক কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করে থাকেন।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[১.২] পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা	[১.২.১] পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ নিয়মিতভাবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকে। এসব ক্ষেত্রে তারা একটি চেকলিষ্ট অনুসরণ করে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেন।	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[১.২.২] কারখানা পরিদর্শনে প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়িত	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকবৃন্দ নিয়মিতভাবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকেন। পরিদর্শনকালীন তারা চেকলিষ্ট অনুসরণ করে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে কি-না সে বিষয়ে মন্তব্য করে থাকেন। এক্ষেত্রে কোন বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে উহা সংশোধনের জন্য সুপারিশ ও নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। এ সুপারিশ ও নির্দেশনা বাস্তবায়িত হচ্ছে কি-না সে বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবীক্ষণ করা হয়ে থাকে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[১.৩] উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা	[১.৩.১] আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক, শ্রমিক- কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[১.৪] শ্রম আইন ভংগকারী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের	[১.৪.১] দায়েরকৃত মামলা	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শ্রম আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করে থাকে।	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[১.৫] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	[১.৫.১] প্রদানকৃত লাইসেন্স	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রম আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদনপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিরীক্ষা করে কলাকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্স প্রদান করা হয়।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[১.৫.২] নবায়নকৃত লাইসেন্স	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রম আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদনপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিরীক্ষা করে কলাকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নবায়ন করা হয়।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[২.১] ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন	[২.১.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে ট্রেড ইউনিয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে শ্রমিকগণ আইনগতভাবে সংগঠিত হয়ে তাদের ন্যায়সংগত অধিকার আদায়ে ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী শ্রম অধিদপ্তর ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে থাকে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও শ্রম অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[২.২] সিবিএ নির্বাচন পরিচালনা	[২.২.১] সিবিএ নির্বাচন পরিচালিত	শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর অথবা তার প্রতিনিধি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সরাসরি সিবিএ নির্বাচন পরিচালনা করে থাকেন।	শ্রম অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[২.৩] সালিশী কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি	[২.৩.১] নিষ্পত্তিকৃত শ্রম বিরোধ	কখনো কখনো শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে শ্রম বিরোধ দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে কোন পক্ষ যদি মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর-এর নিকট আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করেন সে ক্ষেত্রে শুনানির মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনানুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ প্রাপ্তির পর শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক আলোচনার মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[২.৪] শ্রমিক-কর্মচারী, মালিক এবং শ্রম প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল	শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক, শ্রমিক ও শ্রম প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[২.৫] অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচন পরিচালনা	[২.৫.১] নির্বাচন পরিচালিত	অন্যূন ৫০ জন শ্রমিক সাধারণত কর্মরত আছেন। এরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে বিধি ধারা নির্ধারিত পন্থায় মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন করা হয়।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[৩.১] বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ	[৩.১.১] ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণকৃত শিল্প সেক্টর	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন নিম্নতম মজুরি বোর্ড বাংলাদেশের ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের সুপারিশ করে থাকে। নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সুপরিশ বিবেচনাপূর্বক শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শিল্প সেক্টরের শ্রমিক কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করেন।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয় এবং শ্রম অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[৩.২] শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল ও কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে অনুদান প্রদান।	[৩.২.১] অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্য	শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে এ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী শ্রমিকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুদান ও গোষ্ঠি বীমার প্রিমিয়ামের একটি অংশ প্রদান করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী গঠিত কেন্দ্রিয় তহবির থেকে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[৩.৩] ঝুকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন	[৩.৩.১] শিশুশ্রম নিরসনকৃত	বর্তমান সরকার শিশুশ্রম নিরসনে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষকে সামনে নিয়ে ৩৮টি কাজকে শিশুদের জন্য অত্যন্ত ঝুকিঁপূর্ণ হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষনাপূর্বক গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ৯০ হাজার শিশুকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে ১ লক্ষ শিশুকে আগামী ৩ বছরের মধ্যে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া এ পর্যন্ত ২টি শিল্প সেক্টরকে শিশুশ্রম মুক্ত করা হয়েছে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[৩.৪] কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি	[৩.৪.১] পরিদর্শনের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নিয়মিত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করে থাকে। এসব পরিদর্শন ছাড়াও কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে সেখানে পরিদর্শক পাঠিয়ে শ্রম বিষয়ক সমস্যা সমাধান করা হয়ে থাকে।	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[৪.১] দক্ষ জনশক্তি তৈরি, কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন	[৪.১.১] প্রশিক্ষণ এবং ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী	বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেছে। এই নীতির আওতায় বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান করে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (এনএসডিসি) গঠন করা হয়েছে। এনএসডিসি বাংলাদেশের সমগ্র কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এনএসডিসির আওতায় এনএসডিসি সচিবালয় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। এনএসডিসি সচিবালয় এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করে থাকে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এনএসডিসি সচিবালয়	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[৪.১.২] প্রশিক্ষণ ঘন্টা	সরকারের প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রতি বছর মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহে ঘন্টা ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরি বোর্ড এবং এনএসডিসি সচিবালয়	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[৪.১.৩] প্রশিক্ষণার্থী	সরকারের প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রতি বছর মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরি বোর্ড এবং এনএসডিসি সচিবালয়	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[৫.১] পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	[৫.১.১] পিপিপি এর আওতায় পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জে ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মানের জন্য বেসরকারি অংশিদার নির্বাচন সম্পন্ন	বর্তমানে দেশে শ্রমিকদের পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য কোন বিশেষায়িত হাসপাতাল নেই। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রমিকদের পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য নারায়নগঞ্জের চাষাড়ায় নিজস্ব জমিতে পিপিপি এর আওতায় একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এজন্য বেসরকারি অংশিদার নির্বাচনের বিষয়টি সম্পন্ন করা হচ্ছে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[৫.১.২] কোম্পানী আইন-১৯৮৪ অনুযায়ী একটি কোম্পানী গঠন করে দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর।	বর্তমানে দেশে শ্রমিকদের পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য কোন বিশেষায়িত হাসপাতাল নেই। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রমিকদের পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য নারায়নগঞ্জের চাষাড়ায় নিজস্ব জমিতে পিপিপি এর আওতায় একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এজন্য বেসরকারি অংশিদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হচ্ছে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[৫.১.৩] পিপিপি এর আওতায় পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জে ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মিত	বর্তমানে দেশে শ্রমিকদের পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য কোন বিশেষায়িত হাসপাতাল নেই। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রমিকদের পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য নারায়নগঞ্জের চাষাড়ায় নিজস্ব জমিতে পিপিপি এর আওতায় একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এজন্য পিপিপি-এর আওতায় হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করা হবে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	

সংযোজনী ৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের/অধিদপ্তর/সংস্থা-এর নিকট প্রত্যাশিত সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন সহায়তাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
মন্ত্রণালয়	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্য	অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিকদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড-এ রক্ষিত হিসাব থেকে শিওর ক্যাশ-এর মাধ্যমে বিতরণ করা হবে। এক্ষেত্রে যাতে কোনরূপ অনিয়ম বা ব্যতয় না ঘটে সেজন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে।	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-এর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি ব্যাংক। তাছাড়া শিওর ক্যাশ বাংলাদেশ ব্যাংক-এর অনুমোদিত একটি প্রতিষ্ঠান। একারনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-এর সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা রযেছে।	প্রত্যাশা পূরন না হলে অনুদানপাপ্ত শ্রমিক বা তাদের পরিবারের সদস্যগণ সহজে অনুদান প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।